নিবেদন

উত্তরবঙ্গে বাস করার সুবাদেই বাড়ির উত্তরদিকে হিমালয়, ছোটবেলা থেকেই মনকে আকৃষ্ট করত। শিশুমন হিমালয়ের রূপ সম্পর্কে কল্পনার জাল বুনত। পরবর্তী সময়ে হিমালয় দর্শনে তাঁর প্রতি আকর্ষণ ত্র(মে বেড়ে যায়। সেই সূত্রেই ভ্রমণ সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। উত্তরবঙ্গ বি(বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্র হিসেবে ছাত্রাবস্থায় বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা। তাঁর কাছে গবেষণার প্রাথমিক আলোচনা হলেও সম্পন্ন করা হয়ে ওঠেনি। তবে তিনি নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি এই গবেষণা উত্তরবঙ্গ বি(বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পরম শ্রদ্ধেয় ড. দীপককুমার রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে এই কাজটি করা সম্ভব হতো না। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে হিমালয় বিশেষ স্থান দখল করলেও গ্রন্থবদ্ধভাবে সম্ভবত কোথাও এর আলোচনা প্রকাশিত হয়নি। সেকারণেই বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে হিমালয়কে কেন্দ্র করে সহায়ক গ্রন্থের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। অধ্যাপক দীপককুমার রায়ের সুপরামর্শ এই অপূর্ণতা কাটানোর প(ে সহযোগী হয়েছে। যখনই তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তখনই তিনি ভাবনার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণগুলিকে খুলে দিয়েছেন।

গবেষণার সূত্রেই বিভিন্ন ব্যক্তি(র সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সুবিমল মিশ্র মহাশয় বিভিন্ন তথ্য ও বই দিয়ে আমাকে সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। বারিদবরণ ঘোষ ও ড. অজিতকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় নানা তথ্য দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের কর্ণধার সন্দীপ দত্ত মহাশয়ের কাছেও আমি চির কৃতজ্ঞ। তিনি ভ্রমণ বিষয়ক নানা পত্র-পত্রিকা দিয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন। উত্তরবঙ্গ বি(বিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নিখিলেশ রায়ের উৎসাহ গবেষণা কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বিভাগের অধ্যাপক সুবোধকুমার যশ, ড. উৎপল মণ্ডল, ড. তপন

মণ্ডল মহাশয় ও অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার প্রেরণা আনন্দের সহিত স্মরণীয়। পরম স্নেহের ভাই বি(েজিৎ রায়ও নানা সময়ে আমার বিষয় সংত্র(ান্ত বই ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমাকে স্নেহের দ্বারা আবদ্ধ করেছে। শ্রদ্ধেয় দাদা জ্যোতির্ময় রায় ও আমিনূর রহমান সবসময়েই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রথবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শি(ক সমন্বয় সরকার মহাশয় ও সহ-শি(ক অজিতকুমার বর্মণ, বিনোদবিহারী সরকার, প্রশান্ত মণ্ডল, সহ-শি(কা সান্ত্বনা বি(্বাস মহাশয়া ও অজিত মণ্ডল মহাশয় এবং চিলাপাতা ফরেস্ট হাই স্কুলের প্রধান শি(ক সুবীর ভৌমিক মহাশয় ও সহ-শি(ক নিখিলচন্দ্র সিংহ, অজিত মজুমদার মহাশয়ের শুভেচ্ছা ও প্রেরণা কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছে। কম্পিউটার টাইপ-এর কাজে সহযোগিতা করে গবেষণা কর্মটিকে তরান্বিত করেছে বুবুনকুমার বর্মণ। সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার মা, সহধর্মিণী অর্পিতা দাস, পুত্র ছন্দক রায়। বন্ধু রমাতোষ সরকারের নীরব সঙ্গও স্মরণযোগ্য। এছাড়াও যে সকল মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হত না তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

বানানের (ে ত্রে বাংলা আকাদেমি বানানকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি। তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনজাতির নাম ভ্রমণ সাহিত্যে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবেই আলোচনায় তুলে ধরেছি। যেমন- অ(ণাচলের একটি জনজাতির নাম 'ডফলা', অসমের বিশিষ্ট গবেষকেরা এই বানানকেই তুলে ধরেছেন। বিশেষত অসমের সংস্কৃতিবিদ্ ড. বিরিঞ্চিকুমার ব(ুয়া, ড. নবীন চন্দ্র শর্মা 'ডফলা' শব্দটি উল্লেখ করেছেন একটি জনজাতিকে চিহ্নি(ত করবার (ে ত্রে। অথচ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ সাহিত্যে 'ডফলা' বানানটি 'দাফ্লা' হিসেবে চিহ্নি(ত। ভ্রমণ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা এবং ভ্রমণ সাহিত্যিকদের রচনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁদের লিখিত বানানকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরেছি।

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থের রচনাকাল, গ্রন্থতালিকা ও অণু পাঠের জন্য যেসব গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি সেগুলি হল— জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, যাদবপুর বি(্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বি(্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, গান্ধী পাঠাগার ও ক্লাব গ্রন্থাগার সমূহের কর্তৃপ(ও কর্মীবৃন্দকে বিশেষভাবে সাহায্যের

জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণা সন্দর্ভের কথা স্মরণে রেখে 'বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য ঃ প্রসঙ্গ হিমালয়' শিরোনামাঙ্কিত গবেষণাপত্রে মূলত চারজন ভ্রমণ সাহিত্যিকদের আলোচনাই তুলে ধরা হয়েছে। এই চারজন ভ্রমণ সাহিত্যিক হলেন— জলধর সেন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ।

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হিমালয় কেন্দ্রিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য। এই ধারাটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে রহস্যময় হিমালয়ের যেমন বিচিত্র রূপের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে, তেমনি হিমালয়ে অবস্থানকারী মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনচর্যাও উঠে আসবে বলে মনে করি।

তাং ঃ ১০/১২/২০২৪
স্থান ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ

সোমেনকুমার রায়

(সোমেনকুমার রায়)